[redacted]

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..৩০/৭/৯১...
পৃষ্ঠা... ১ ..... কলাম ..৫...

16

গণশিক্ষা চলিতেছে নাম-কা-ওয়াস্তে

● মোহাম্মদ শাহজাহান ●

সমগ্র বিশ্বের একশত কোটি নিরক্ষর লোকের মধ্যে প্রায় ৮ কোটি বাংলাদেশের। কিন্তু এই দেশে গণশিক্ষা তথা সাক্ষরতা কর্মসূচী গত এক দশককাল ধরিয়া চলিতেছে নাম-কা-ওয়াস্তে, একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে।

এইদিকে স্কুলগমনযোগ্য বালক বালিকাদের মধ্য হইতে শুরুতেই ঝাদপড়া তিরিশ শতাংশ সম্পূর্ণ-

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

গণশিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

ভাবে শিক্ষা বঞ্চিত থাকায় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ঝরিয়া পড়া সত্তর শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া চর্চার সুযোগের অভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় নিরক্ষর হওয়ায় অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হইতেছে না; তদুপরি গণশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জনকারী বয়স্ক লোকেরাও অর্জিত জ্ঞানের চর্চার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিতেছে। এই অভিমত শিক্ষাবিদ ও গণশিক্ষা বিশেষজ্ঞদের।

১৯৮১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ-উর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার ২৩ দশমিক ৮০ ভাগ ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এক দশকে মাত্র ১ শতাংশ সাক্ষর জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাইয়াছে—এই তথ্য এই বছরের আদমশুমারী প্রাথমিক রিপোর্টের। এখন ৫-উর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা হার শতকরা ২৪ দশমিক ৮২। মহিলা ও পুরুষ সাক্ষরতা হারে দশককালের মধ্যে কোন হেরফের হয় নাই—পুরুষ—৩১ শতাংশ ও মহিলা—১৬ শতাংশ।

১৯৮০-৮১ ও ১৯৮১-৮২ সালে ১ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐ দুই বছরে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ লাখ বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সম্ভব হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এক মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৫/১৬ লক্ষ নিরক্ষর লোক বয়স্ক গণশিক্ষা কেন্দ্রের ক্লাশে অংশ নিলেও মাত্র ৭ লক্ষ লোককেই সাক্ষর করা গিয়াছিল। তিরিশ লক্ষ লোককে সাক্ষর করার সরকারী পক্ষের দাবী ছিল ভুয়া। তবে মূল্যায়ন রিপোর্টে জনপ্রতি একশত টাকা ব্যয়ে এই গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সফল বলিয়াই মন্তব্য করা হয়। এই ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রাখার এবং নূতন সাক্ষরদের অব্যাহত লেখাপড়া চর্চার সুযোগ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালের মার্চে আসা সামরিক সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রমকে 'অপব্যয়মূলক' আখ্যায়িত করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। পরবর্তীকালে আশির দশকের শেষ দিকে জাতীয় পার্টি সরকার প্রধান সাক্ষরতা কর্মসূচী চালুর ব্যাপারে বিভিন্ন সভায় ঘোষণা দিয়াছেন। ১৯৮৭ সালের শেষভাগ হইতে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে। এই প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত ছিল। পরে অবশ্য এই প্রকল্প অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

এই প্রকল্পের অধীনে প্রথমে ২৭টি জেলার ২৭টি উপজেলায় গণশিক্ষা তৎপরতা শুরু হয়; প্রতি উপজেলায় ষাটটি করিয়া গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়, প্রতি কেন্দ্রে চল্লিশজন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বন দ্বারা এক বছর মেয়াদী ২৮৮ ঘন্টার সাক্ষরতা কোর্স চালু করা হয়। পরে এই কর্মসূচীতে এনজিও-গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মোট ২০২টি উপজেলায় সরকারী কার্যক্রম ও এনজিও কার্যক্রম চালু রহিয়াছে—গণশিক্ষা প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে। গত জুন পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২৬ কোটি ২৪লাখ টাকা। তবে ক্ষমতা-ত্যাগী সরকার অর্থ বরাদ্দে নানা টালবাহানা করায় এই সময় মাত্র ৮ কোটি ৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা প্রকৃত ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছে এবং মোট সাক্ষর করা গিয়াছে ৫ লাখ ১০ হাজার নিরক্ষর বয়স্ক লোককে। এই সকল লোকের জন্য বিনামূল্যে বই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও নির্দেশিকা বই বিতরণ, বিশেষ প্রচার ব্যবস্থা ও সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য লেখাপড়া চর্চার বই বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই প্রকল্পের সার্থকতা প্রমাণিত হওয়ার পরও গণশিক্ষ, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের মতে গ্রামপর্যায়ে গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলির কার্যতৎপরতার মূল্যায়ন ও পরিদর্শন রিপোর্টের যথার্থতা নিয়া প্রশ্ন আছে এবং কর্মসূচীর সাফল্যের তথ্যের মধ্যে ভেজাল ও ফাঁক কতটুকু তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ রহিয়াছে।